ফর্ম জে (২) **কলকাতা হাই কোর্ট**

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমান:

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী!

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৪৮০১

মেসার্স কোয়ালিটেক রিফ্র্যাক্টরস অ্যান্ড সিরামিকস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্য : **মিঃ দেবকী নন্দন মাইতি**

মিঃ শ্রীজিব চক্রবর্তী

মিঃ পঙ্কজ আগরওয়াল

মিস চম্পা পাল

মিঃ মুস্কান আগরওয়াল

রাজ্যের জন্য : **মিঃ ওয়াসিম আহমেদ**

এস. কে. মো. মাসুদ

উত্তরদাতা এডিডিএ-র জন্য : **মিঃ শরণ্যা চ্যাটার্জি**

মিঃ নেপেশ মাজি

মিঃ এ ঘোষ

আইটেম নং ১১

শুনানি ও রায়দানঃ **১৭.১০.২০২৩ -এ**

<u>বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি</u>

১৯৯৭ সালে, আবেদনকারীকে একশিলা এবং অদমনীয় ইট তৈরির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯৭ সালের ১২ মার্চ ইজারা দলিল সম্পাদিত হয়। ইজারা দলিলে একটি শর্ত ছিল যে আবেদনকারীকে ইজারা মঞ্জুর করে দুই বছরের মধ্যে উৎপাদন ইউনিট নির্মাণ বাড়াতে হবে। তবে আবেদনকারী উক্ত শিল্প নির্মাণের জন্য কোনও কাঠামো নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং জমিটি অব্যবহৃত ছিল। ১৩ মার্চ, ২০০৭ তারিখে ৪নং বিবাদী দরখাস্তকারী কোম্পানীর পরিচালককে নোটিশ প্রদান করেন এবং মৃত্যুর কারণে কেন ইজারা দলিল পুনরায় আরম্ভ/বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। জমিটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং আবেদনকারী জমির প্রিমিয়াম, জমির খাজনা এবং এর সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিল। আবার ২৫ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ১নং বিবাদীর পক্ষ থেকে আবেদনকারীকে আরেকটি নোটিশ জারি করা হয় যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইজারার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে তাদের ১৮,১৬,৫২৫/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে উল্লিখিত পরিমাণটি ২ নং উত্তরদাতার পক্ষে প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ৪ নং বিবাদী ইজারা দলিল পুনরায় শুরু করার নোটিশ জারি করেন এবং নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, ২৫ জুলাই, ২০২৩ তারিখে লিজ হোল্ড সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা হবে।

আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট মিঃ চক্রবর্তীর মতে, ইজারা দলিল পুনরায় শুরু করার এই নোটিশটি অবৈধ, এই বিবেচনায় যে ইজারা দলিল পুনরায় শুরু করার আগে আবেদনকারীকে কারণ দর্শানোর কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি।

শ্রী চ্যাটার্জি, এডিডিএর পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবী, বিপরীতে, বলেছেন যে বিলম্ব এবং ল্যাচের ভিত্তিতে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি গ্রহণ করা উচিত নয়। ২০২৩ সালের ১৪ জুলাই নোটিশ দেওয়া হয় এবং ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়। উল্লিখিত নোটিশের উপর আবেদনকারীর চুপ করে বসার কোনও কারণ ছিল না। এটিও বলা হয় যে বর্তমানে ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখের নোটিশটি তার শক্তি হারিয়েছে কারণ উত্তরদাতারা ২৫ জুলাই, ২০২৪ এর বিধিবদ্ধ তারিখের মধ্যে ইজারা দলিল পুনরায় শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখের নোটিশটি অবমাননাকর হয়ে উঠেছে এমন নির্দেশে শ্রী চ্যাটার্জির এই জাতীয় উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখের অস্পষ্ট নোটিশটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং তার শক্তি হারিয়েছে।

এভাবে তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

(বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly